হিমালয় ও কিছু কথা...

হিমালয়। ধ্যানমগ্ন মহাদেব। ২০১৩ কেদার বিপর্যয়ের পর আমার জীবনে দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল হিমালয় ও শিবকে আরও গভীর ভাবে জানা। এক নিরন্তর অনুসন্ধান করা। দীর্ঘ একযুগেরও বেশি সময়ের গবেষণার ফসল, "রহস্যে ঘেরা হিমালয়"। হিমালয় মানেই শিব আর এই 'শিব' জগতের সব কিছুর আধার। 'সব' থেকে 'শব' অবধি 'সব কিছুতেই শিব' বিরাজমান। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন হয়। শিব মানেই ধ্যানমগ্ন হিমালয়। আর হিমালয় মানে এক অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি।

আমার ঠাকুরদা ইংরেজ আমলে রেলে চাকরি করতেন। চাকরির সুবাদে এদিক-সেদিক যেতে হত। একবার হিমালয়ের এক সাধু ঠাকুরদাকে একমাসের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান এবং হিমালয় দর্শন করান। যোগ শেখান। ঠাকুরদা ফিরে আসেন। খুব সম্ভবত ঠাকুরদা জ্ঞানগঞ্জ গেছিলেন। মহাবতার বাবাজির দর্শনও পেয়েছিলেন। তখন শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জমানা। ঠাকুরদা নিজের ঘরে বসে সেই যোগসাধনা করতেন। দাদু একবার ভুলবশত ঘরে প্রবেশ করে চমকে যান ও দেখেন ঠাকুরদা মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে 'শূন্যে' অবস্থান করছেন! হিমালয়ের এটাই রহস্য! মানুষ আজও সেই জ্ঞানগঞ্জের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমালয়ে। আর এই জ্ঞানগঞ্জের পথ ধরে হিমালয়ের এক অদৃশ্য ক্ষমতাবান যোগীর নাম পাওয়া যায়, 'মহাবতার বাবাজি'। অবাক হয়েছিলাম এটা জেনে যে দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্ত লুকিয়ে উত্তরাখণ্ডে এই মহাবতার বাবাজির গুহায় যান।

হিমালয় এক অপার রহস্যের হাতছানি। হিমালয়কে মানুষ তিনভাবে খোঁজে— প্রথমত আধ্যাত্মিক ভাবে, দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে আর তৃতীয়ত বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও অ্যাডভেঞ্চারের টানে। আর এই তিনকে বাদ দিয়ে একশ্রেণির মানুষের কাছে হিমালয় এক অনন্ত রহস্য, যার খোঁজও অনন্ত— অসীম।

ইয়েতি থেকে পাগলা মধু। বৌদ্ধদের রহস্যময় মন্ত্র "ওম মণিপদ্মে হুম", শেরপাদের গ্রাম খুমজুং থেকে রূপকুণ্ড হ্রদের কঙ্কাল কিংবা রহস্যে ঘেরা মানালা গ্রাম থেকে মহাভারতের সেই 'স্বর্গের সিঁড়ি'— এসবেরই খোঁজ রয়েছে হিমালয়কে ঘিরে।

হিমালয়ের কথা শুরু করলে তাই শেষ হতে চায় না কারণ এর ব্যাপ্তি, বিশালতা আর বিশ্বাস। সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত বিচিত্র সাধনক্ষেত্র হিমালয়। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসেবে হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। পাহাড়ের কোলে গড়ে তুলেছিলেন বেদান্তচর্চার আশ্রম— মায়াবতী। আজও দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক, পণ্ডিত, জ্ঞানী মানুষ হিমালয়ের প্রেমে পড়ে, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় হিমালয় আসেন। তাই হিমালয় আজও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান— এক অনন্ত বিশ্বাসের প্রতীক।

অনিরুদ্ধ সরকার

সূ চি প ত্র

রহস্যে ঘেরা পঞ্চকেদার পরিক্রমা	১১
অলৌকিক জ্ঞানগঞ্জ- শাম্ভালা- সাংগ্রি-লার গল্প	২০
হিমালয়ের এক অদৃশ্য যোগী “মহাবতার বাবাজি”	৩৬
রহস্যে ঘেরা মানস-কৈলাস	৪৮
রহস্যময় মন্ত্র ‘ওম মণিপদ্মে হুম ’	৫৭
রহস্যময় অঘোরী সাধুদের গল্প	৬৬
রহস্যে ঘেরা মাউন্ট এভারেস্ট	৭৮
হিমালয়ের ‘ইয়েতি’ রহস্য	৯৮
রহস্যে মোড়া শেরপাদের গ্রাম ‘খুমজুং’	১১৫
হিমালয়ের অলৌকিক ‘পাগলা মধু’	১২৫
সিক্রেট পরমানু মিশন ‘নন্দাদেবী’	১৩৩
রহস্যে ঘেরা আলেকজান্ডারের বংশধরদের গ্রামে	১৪৩
রূপকুণ্ডের রহস্যময় ‘কঙ্কাল হ্রদ’	১৫০
রুদ্রাক্ষের যত অলৌকিক গল্প	১৫৮
মহাভারতের সেই ‘স্বর্গের সিঁড়ি’র খোঁজে	১৭২
‘দ্রৌপদী প্রথা’-র রহস্য	১৯০
অলৌকিক মিথে ঘেরা অমরনাথ	২০০
পাতালে প্রবেশের আশ্চর্য এক গুহা	২০৪
যমরাজ আর চিত্রগুপ্তের দেখা মেলে যেখানে	২০৯
মহাদেবের পুনর্জন্ম হয় যে মন্দিরে	২১৩
‘বারণাবত’ মৃতদের বাঁচিয়ে তোলার অলৌকিক গ্রাম	২১৬
যে গ্রামে আজও লুকিয়ে হয় নরবলি	২২২
হিমাচলের রক্তাক্ত ‘পাথর ছোড়া’ উৎসব	২২৬
‘সিমসা মাতা’ আজও স্বপ্ন দেন সন্তানহীনাদের	২২৯
হিমালয়ের অদ্ভুত ‘চুম্বক পাহাড়’	২৩৩

রহস্যে ঘেরা পঞ্চকেদার পরিক্রমা

'কেদার থেকে বেঁচে' ফেরার পর সেই অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করার পর হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আস্তিক-নাস্তিক উভয়পক্ষের কাছ থেকেই। নাস্তিকরা বলেছেন, যোগাযোগ প্রভাব এসবের জন্য বেঁচে ফিরে এসেছি তো আস্তিকদের কেউ কেউ এখনও বিনা কারণে আমায় প্রণাম জানায় কিংবা শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার জানায়।

আমার বেঁচে ফেরার কারণ কিংবা আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও একটা বড়ো বিষয় আমি আজও ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি এবং তা হল অন্যকে সহায়তা করা, বিনা কারণে অন্যের সমালোচনা না-করা, নিজের ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে ঊর্ধ্বে গিয়ে ভাবা, স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে বের হয়ে বৃহত্তর স্বার্থে কিছু ভাবা আর সর্বোপরি নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ...

'শিব' জগতের সব কিছুর আধার, সব বা সমস্ত থেকে শব বা শবদেহ সবেতেই শিব বিরাজমান। শিব এক অদ্ভুত শক্তি।

'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন হয় তা অনেকেই জানেন। আর শিব মানেই হিমালয়। আর হিমালয় মানে এক অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি। হিমালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আলোচিত জায়গা হল পঞ্চকেদার। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত হাজারো কষ্ট, প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে এই পঞ্চকেদার পরিক্রমা করেন ও লাভ করেন এক বিচিত্র অলৌকিক অভিজ্ঞতা। পঞ্চকেদার মানে—

কেদারনাথ
তুঙ্গনাথ
মদমহেশ্বর
রুদ্রনাথ
কল্পেশ্বর

কেদারনাথ

প্রথমেই কেদারনাথের কথা।

"জয় শ্রী কেদারেশ্বর ভগবান কি জয়" এই মন্ত্র যারা কেদারনাথ তীর্থযাত্রা করেন তারাই উচ্চারণ করেন।

কেদারনাথ মহাদেব শুধু একটি মন্দির নিয়ে গঠিত এমনটা নয়। এখানে মহাদেবের মূর্তি পাঁচ ভাগে পাঁচ জায়গায় বিভক্ত। যাদের একসঙ্গে পঞ্চ কেদার বলে। আমরা এই পঞ্চকেদার পরিক্রমা করব।

পুরাণ বলছে, শিবের বয়স যত, কেদারখণ্ড ততটাই প্রাচীন। বেনারসের কাশী বিশ্বনাথের পরই কেদারের স্থান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই কেদারনাথ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণ-বধজনিত পাপ ও আত্মীয়হত্যার জন্য অনুতাপে ভুগতে থাকেন পঞ্চপাণ্ডব।

সেই পাপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে হিমালয়ে গেলেন মহাদেব দর্শনে। কেদারখণ্ডে রয়েছে তার বিশদ বর্ণনা, কিন্তু মহাদেব ঠিক করলেন তিনি পাণ্ডবদের দর্শন দেবেন না। পাণ্ডবদের ব্রহ্মহত্যার যে পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মহাদেব গেলেন পালিয়ে। এদিকে পাণ্ডবরা নাছোড়বান্দা। শিবের পিছু নিলেন পাণ্ডবরা। শিব দেখলেন মহা বিপদ। শেষে আর কোনো পথ না পেয়ে শিব নিলেন ছদ্মবেশ। মহিষের রূপধারণ করে লুকিয়ে রইলেন হিমালয়ে। একদিন সেই মহিষরূপী শিব দেখে ভীম চিনে নেন। ব্যস! শিব আর পারলেন না নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। মহাদেব কিছু বোঝার আগেই তাকে জাপটে ধরে ফেললেন ভীম। ভীম যখন শিবকে জাপটে ধরেন মহিষের মুখ তখন ছিল পৃথিবীর দিকে এবং পশ্চাদভাগ ছিল কেদারের দিকে। ভীম মহিষের কুঁজ সহ পশ্চাদভাগ ধরে ফেলেন। শিব থেকে গেলেন কেদারে। মহিষের কুঁজ-রূপী অংশ তাই পূজিত হয় কেদারেশ্বর রূপে। অন্যদিকে মহিষের নাভি প্রতিষ্ঠিত হল মদ-মহেশ্বরে। মহিষের বাহু প্রতিষ্ঠিত হল তুঙ্গনাথে, মহিষের মুখ প্রতিষ্ঠিত হল রুদ্রনাথে আর মহিষের জটা প্রতিষ্ঠিত হল কল্পেশ্বরে।

হিমালয়ের এই পাঁচ পুণ্যভূমি 'পঞ্চকেদার' নামে পরিচিত। কথিত আছে, কেদারে এসে পঞ্চকেদার দর্শন না করলে নাকি কেদার-দর্শনের পুণ্য সম্পূর্ণ হয় না। একদা ভগবান নরনারায়ণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে পুজো করেন শিবের। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন শিব। তারপর থেকেই তিনি কেদারে বাস করতে শুরু করেন। সেই থেকে কেদারে বাস দেবাদিদেবের।

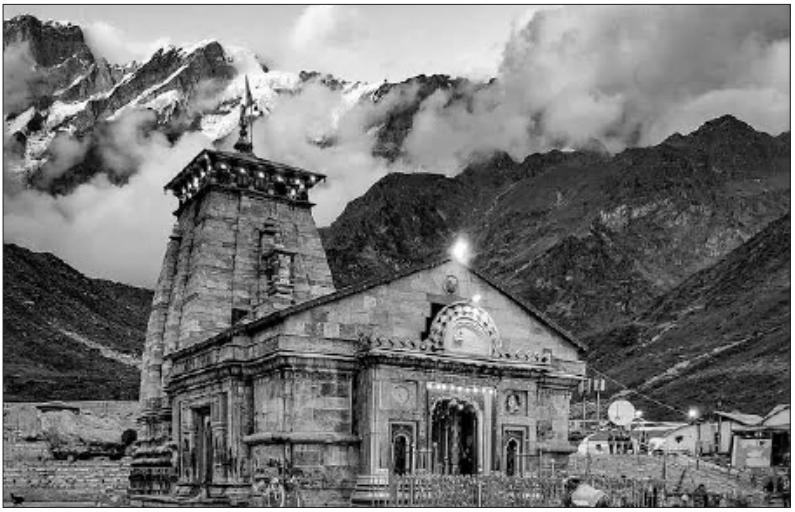

শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে কেদারনাথের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে দেয়ালির পর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দির। আর মন্দির খোলা হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মূল মন্দির মোটামুটি ছ'মাস বন্ধ থাকে। লোকালয় স্তব্ধ হয়ে যায়। পুরোহিতরা নেমে আসেন গুপ্তকাশী কিংবা উখিমঠে। কিন্তু দেবতার পুজো বন্ধ থাকে না, ভগবান কেদারনাথও নেমে আসেন ওইসময়। তখন তার অস্থায়ী ঠিকানা হয় উখিমঠ। এখানে কিছুদিন থেকে আবার শীত শেষে ছ'মাস পর তিনি ফিরে যান কেদারনাথে। পালকিতে চড়ে শিবের এই অবরোহণ এবং আরোহণের নাম 'ডোলিযাত্রা'। শিবের নামা এবং ওপরে ওঠাকে কেন্দ্র করে উৎসব পালিত হয় এখানে। তবে ডোলিযাত্রা দেখার ভাগ্য সবার হয় না।

কেদারনাথ মন্দিরের দ্বার খোলার পর ভিড় উপচে পড়ে। উখিমঠ থেকে শিব ফিরে যান স্বস্থানে। তবে ২০১৩ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কেদারনাথের ডোলিযাত্রার পথ পালটে গিয়েছে। ধ্বংসলীলা যতই হোক, কেদারনাথের মন্দিরটি অক্ষতই ছিল। মন্দিরে থাকা হাতে গোনা কয়েকজনই সেদিনের সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায়। কেদারনাথকে চোরাবালিতাল লেকের ওই বিপুল জল থেকে বাঁচিয়ে দেয়